দ্বাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নিত্যানন্দের নিরবধি বাল্যভাব, গঙ্গায় সন্তরণলীলা, বাল্য-ভাবে দিগম্বরবেশে মহাপ্রভুর সম্মুখে আগমন, মহাপ্রভু-কর্তৃক নিত্যানন্দের বস্ত্রপরিধান, স্তুতি এবং কৌপীন-ভিক্ষা ও ভক্তগণকে প্রদান, নিত্যানন্দ-মহত্ত্ব-বর্ণন, ভক্তগণের নিত্যানন্দ-পাদোদক পান, পাদোদকপান-প্রভাবে সকলের প্রেমচাঞ্চল্য এবং মহাপ্রভু-কর্তৃক নিত্যানন্দের স্বরূপ ও প্রসাদ-মহিমা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

নিত্যানন্দ-প্রভু নবদ্বীপ-লীলা প্রকাশকালে কৃষ্ণানন্দে বিভোর হইয়া বালকের ন্যায় প্রায় ব্যবহার করিতেন এবং বর্ষাকালে কুম্ভীরাদি-পরিপূর্ণ গঙ্গায় নির্ভয়ে সন্তরণ করিতে থাকিলে সকলে ভীত হইতেন। তিনি কখনও আনন্দে মূর্ছিত হইয়া তিন চারিদিন অচেতনপ্রায় অবস্থান করিতেন। একদিন নিত্যানন্দ বাল্যভাবে দিগম্বর-বেশে "আমার প্রভু নিমাই পণ্ডিত" বলিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে শ্রীগৌরসুন্দরের সমীপে আগমন করিলে মহাপ্রভু হাস্য করিয়া স্বীয় মস্তকস্থিত বস্ত্র তাঁহাকে পরিধান করাইয়া, শ্রীঅঙ্গে দিব্যগন্ধাদি লেপন ও মাল্য প্রদানপূর্বক সম্মুখে আসনে বসাইয়া তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ অবলীলাক্রমে মহাপ্রভুর সেবা-গ্রহণ ও প্রকাশ্য স্তুতি শ্রবণ করিলেন। অনন্তর মহাপ্রভু নিত্যানন্দের নিকট একখানি কৌপীন চাহিয়া লইয়া যোগেশ্বরগণেরও বাঞ্ছনীয় ঐ কৌপীন খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্তগণকে প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে উহা মস্তকে বন্ধন করিতে আদেশ দিয়া নিত্যানন্দের স্বরূপতত্ত্ব ও কৃপা-মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে সকলে পরমানন্দে কৌপীনাংশগুলি নিজ-নিজ শিরে বন্ধন করিলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণকে নিত্যানন্দের পাদোদক গ্রহণ করিতে আদেশ করিলে তাঁহারা সকলে নিতাইর পাদোদক পুনঃ পুনঃ পান করিতে লাগিলেন। পাদোদক-পানে মত্ত হইয়া ভক্তগণ নিজ-নিজ জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিলেন এবং স্ব-স্ব-সৌভাগ্য ও পাদোদকের মিষ্টতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পাদোদক-পানে প্রেমচাঞ্চল্যবশতঃ তাঁহারা পরমানন্দে কৃষ্ণকীর্তন আরম্ভ করিলে গৌর-নিত্যানন্দও তাহাতে যোগদান-পূর্বক সমস্ত দিন ব্যাপিয়া কীর্তন করিলেন। কীর্তনান্তে ভক্তগণসহ উপবিষ্ট হইয়া গৌরসুন্দর অকপটে সকলকে বলিলেন যে, নিত্যানন্দের চরণ---শিব-ব্রহ্মাদিরও বন্দ্যনীয়, ঐ চরণে শ্রদ্ধাভক্তি করিলেই আমার প্রতি প্রকৃত ভক্তিশ্রদ্ধা করা হয়, নিত্যানন্দ-দ্বেষী আমার অপ্রিয়, পরন্তু নিত্যানন্দের অঙ্গের বাতাস-স্পর্শেও কৃষ্ণকৃপা লভ্য হয়। ভক্তগণ মহানন্দে জয়-ধ্বনি করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীমুখের এই বাক্য শিরোধার্য করিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

জয় বিশ্বম্ভর সর্ববৈষ্ণবের নাথ।
ভক্তি দিয়া জীবে প্রভু কর আত্মসাৎ।।১।।

নবদ্বীপে গৌর-নিত্যানন্দের বিবিধ লীলা—

হেন লীলা নিত্যানন্দ-বিশ্বম্ভর-সঙ্গে।
নবদ্বীপে দুই জনে করে বহু রঙ্গে।।২।।

কৃষ্ণপ্রেমানন্দে উন্মত্ত নিতাইর বালকোচিত স্বভাব প্রদর্শন—

কৃষ্ণানন্দে অলৌকিক নিত্যানন্দরায়।
নিরবধি বালকের প্রায় ব্যবসায়।।৩।।

ভক্তগণসহ নিত্যানন্দের মধুর সম্ভাষণ ও নৃত্য-গীতাদি—

সবারে দেখিয়া প্রীত মধুর সম্ভাষ।
আপনা-আপনি নৃত্য-বাদ্য-গীত-হাস।।৪।।

ভাবাবেশে নিত্যানন্দের হুঙ্কার ও তচ্ছ্রবণে সকলের বিস্ময়—

স্বানুভাবানন্দে ক্ষণে করেন হুঙ্কার।
শুনিলে অপূর্ব-বুদ্ধি জন্ময়ে সবার।।৫।।

বর্ষাকালের কুম্ভীর-পূর্ণ গঙ্গাজলে নির্ভয়ে নিত্যানন্দের বিবিধ-ক্রীড়া—

বর্ষাতে গঙ্গায় ঢেউ কুম্ভীরে বেষ্টিত।
তাহাতে ভাসয়ে, তিলার্ধেক নাহি ভীত।।৬।।

অনন্তদেব নিত্যানন্দের কারণ-বারিজ্ঞানে গঙ্গাজলে শয়ন এবং সকলের তদজ্ঞতাবশতঃ বিপদাশঙ্কা—

সর্বলোক দেখি' ডরে করে—'হায় হায়'।
তথাপি ভাসেন হাসি' নিত্যানন্দরায়।।৭।।
অনন্তের ভাবে প্রভু ভাসেন গঙ্গায়।
না বুঝিয়া সর্বলোক করে—'হায় হায়'।।৮।।

কৃষ্ণানন্দে বিভোর নিত্যানন্দের তিন চারি দিবসব্যাপী বহিঃসংজ্ঞাহীনভাবে অবস্থান—

আনন্দে মূৰ্ছিত বা হয়েন কোন ক্ষণ।
তিন চারি দিবসেও না হয় চেতন।।৯।।

নিত্যানন্দের অচিন্ত্য-লীলা অনন্ত মুখে বর্ণনেও গ্রন্থকারের অসামর্থ্য জ্ঞাপন—

এইমত আর কত অচিন্ত্য কথন।
অনন্ত-মুখেতে নারি করিতে বর্ণন।।১০।।

বাল্যভাবে দিগম্বর-বেশে মহাপ্রভুর নিকট নিত্যানন্দের আগমন এবং হুঙ্কারপূর্বক মহাপ্রভুর প্রভুত্ব জ্ঞাপন—

দৈবে একদিন যথা প্রভু বসি' আছে।
আইলেন নিত্যানন্দ ঈশ্বরের কাছে।।১১।।
বাল্যভাবে দিগম্বর হাস্য শ্রীবদনে।
সর্বদা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে।।১২।।
নিরবধি এই বলি' করেন হুঙ্কার।
"মোর প্রভু নিমাই পণ্ডিত নদীয়ার।।"১৩।।

নিত্যানন্দের মহাজ্যোতির্ময় দিগম্বর মূর্তি দর্শনে মহাপ্রভুর হাস্য ও আপন শিরোবসন দ্বারা নিতাইর লজ্জা নিবারণ—

হাসে প্রভু দেখি' তা'ন মূর্তি দিগম্বর।
মহাজ্যোতির্ময় তনু দেখিতে সুন্দর।।১৪।।
আথেব্যথে প্রভু নিজ মস্তকের বাস।
পরাইয়া থুইলেন—তথাপিহ হাস।।১৫।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

জড়ানন্দে মত্ত জনগণ কৃষ্ণানন্দের সন্ধান রাখেন না। প্রভু নিত্যানন্দ কৃষ্ণানন্দে মত্ত থাকায় সর্বদা তাঁহার স্বভাব বালকের ন্যায় প্রতীত হইত। বিষয়মত্ত জনগণ যে বৈষয়িক কুটিলতার আশ্রয় করিয়া বালকের সরলতা হইতে বিক্ষিপ্ত হন, নিত্যানন্দের চরিত্রে সেরূপ লৌকিক ভাব দেখা যাইত না।।৩।।

বর্ষাকালে নদীতে বহু কুম্ভীর পরিদৃষ্ট হয়। নিত্যানন্দ সেইরূপ কুম্ভীরপূর্ণ নদীর জলে ক্রীড়া করিতে ক্ষণকালের জন্যও শঙ্কিত হন নাই।।৬।।

অনন্তদেব কারণবারিতে নিত্যকাল শয়ন করিয়া থাকেন। নিত্যানন্দ সেই ভাবে গঙ্গায় সন্তরণমুখে জলে ভাসিয়া থাকিবার কালে অন্যান্য লোক তাহা না বুঝিতে পারিয়া বিপদাশঙ্কা করেন।।৮।।

নিত্যানন্দ কোন সময়ে কৃষ্ণানন্দে বিভোর হইয়া তিন চারি দিবস বহিঃসংজ্ঞাহীন থাকিতেন।।৯।।

অভাবগ্রস্ত বালকগণ যেরূপ সর্বদা ক্রন্দনমুখে নিজের ক্লেশের পরিচয় দেয়, শ্রীনিত্যানন্দের স্মিতমুখ তদ্বিপরীতভাবে (সর্বদা প্রফুল্ল) থাকিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতেন। কখনও বা পরিধেয় বসন শ্লথ হইয়া পড়িত। তাহাতে বালোচিত মধুরিমা লজ্জার প্রতিকূলাচরণ করিত।।১২।।

যখন নিত্যানন্দ আনন্দভরে পরিধেয় বসন উন্মুক্ত করিতেন, তখন মহাপ্রভু স্বীয় শিরোবসন দ্বারা তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিতেন। মহাপ্রভু এইরূপ অনুষ্ঠানে নিত্যানন্দ বালোচিত হাস্যে নিজ স্বভাব ব্যক্ত করিতেন।।১৫।।

মহাপ্রভু-কর্তৃক নিত্যানন্দকে আসন, দিব্যগন্ধ ও মাল্যপ্রদান এবং নিত্যানন্দ-মহিমা-খ্যাপন-কল্পে নিত্যানন্দ-স্তুতি—

আপনে লেপিলা তান অঙ্গ দিব্যগন্ধে।
শেষে মাল্য পরিপূর্ণ দিলেন শ্রীঅঙ্গে।।১৬।।

বসিতে দিলেন নিজ সম্মুখে আসন।
স্তুতি করে প্রভু, শুনে সর্ব ভক্তগণ।।১৭।।

"নামে নিত্যানন্দ তুমি, রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ রাম-মূর্তিমন্ত।।১৮।।

নিত্যানন্দ-পর্যটন, ভোজন, বেভার।
নিত্যানন্দ বিনা কিছু নাহিক তোমার।।১৯।।

তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা?
পরম সুসত্য–তুমি যথা, কৃষ্ণ তথা।।"২০।।

চৈতন্যপ্রেমরসে নিমগ্ন নিতাইর সর্বত্র মহাপ্রভুর ইচ্ছানুরূপ কার্যাদি করণ—

চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহামতি।
যে বলেন, যে করেন—সর্বত্র সম্মতি।।২১।।

নিত্যানন্দের নিকট মহাপ্রভুর কৌপীন যাচ্ঞা, তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া সকল বৈষ্ণবকে বিতরণ এবং মস্তকে ধারণার্থ আদেশ—

প্রভু বলে,—"এক খানি কৌপীন তোমার।
দেহ'—ইহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার।।"২২।।

এত বলি' প্রভু তার কৌপীন আনিয়া।
ছোট করি' চিরিলেন অনেক করিয়া।।২৩।।

সকল-বৈষ্ণবমণ্ডলীরে জনে জনে।
খানি খানি করি' প্রভু দিলেন আপনে।।২৪।।

প্রভু বলে,—"এ বস্ত্র বান্ধহ সবে শিরে।
অন্যের কি দায়—ইহা বাঞ্ছে যোগেশ্বরে।।২৫।।

কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি নিত্যানন্দের প্রসাদেই বিষ্ণুভক্তি লভ্য—

নিত্যানন্দপ্রসাদে সে হয় বিষ্ণু-ভক্তি।
জানিহ—কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণ-শক্তি।।২৬।।

নিত্যানন্দের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য—

কৃষ্ণের দ্বিতীয়—নিত্যানন্দ বই নাই।
সঙ্গী, সখা, শয়ন, ভূষণ, বন্ধু, ভাই।।২৭।।

মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে স্তবমুখে বলিলেন,----তুমি নামে নিত্যানন্দ এবং সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ-রূপ; তোমাতে আনন্দ স্তব্ধ হয় না। তুমি সাক্ষাৎ বলরাম। "বলরামো মমৈবাংশঃ সোঽপি তত্র ভবিষ্যতি। নিত্যানন্দ ইতি খ্যাতো ন্যাসিচূড়ামণিঃ ক্ষিতৌ।।" (----বৃহদযামলে), "সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র। সেই বলরাম----সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ।।" (----চৈঃ চঃ আঃ ৫।৬)।।১৮।।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,----হে নিত্যানন্দ, তোমার ভ্রমণ, ভোজন ও সকল প্রকার ব্যবহারে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ব্যাঘাত নাই।।১৯।।

যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই তুমি। কৃষ্ণ যেরূপ নিত্যবস্তু, তুমিও সর্বদা তাঁহার নিকট বর্তমান থাকিয়া নিত্যবস্তু। মানবের ত্রিগুণান্তর্গত জ্ঞান তুরীয়বস্তু তোমাকে বুঝিয়া উঠিতে পারে না।।২০।।

শ্রীনিত্যানন্দ তীর্থভ্রমণকারী সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিচরণকালে ব্রহ্মচারীর কৌপীন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সেই ব্রহ্মচারীর চিহ্ন কৌপীনটী ভিক্ষা করিয়া লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কৌপীনবন্তজনগণ সামান্য বসনে লজ্জা নিবারণ করেন। বিষয়মত্তজনগণ 'সভ্যতা' নামক কপটতা আশ্রয়পূর্বক নানা বসনভূষণে মণ্ডিত হইয়া সরলতার অভাবপোষণকে 'ভদ্রতা' বলেন। অন্তরে ব্যভিচার- পোষণকল্পে যে বসনাচ্ছাদন, তাহা হইতে নিরস্ত হইবার আদর্শে কৌপীন-গ্রহণ আশ্রমধর্মের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপক।।২২।।

মহাপ্রভু নিত্যানন্দের আদর্শে বিষয়-মুক্ত-জনের চিহ্নস্বরূপ কৌপীনের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসাদরূপে সেই কৌপীনখণ্ডকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া ভক্তজনের শিরোদেশে স্থাপন করিলেন। যোগেশ্বর হর-নারদাদি ঐরূপ কৌপীন শিরে ধারণ করিয়াই বিষয়ভোগ হইতে বিরত হইতে পারেন। "হে ভক্তমণ্ডলী, তোমরাও এই পরম দুর্লভ কৌপীনের কিয়দংশ শিরে ধারণ করিয়া জড়ভোগ হইতে নিরস্ত এবং কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হও। ভক্তরাজ নিত্যানন্দ যেরূপ প্রপঞ্চ-ভোগ হইতে ত্যাগমুখে ভগবৎসেবাসক্তি দেখাইয়াছেন, সেই অনন্ত বিষ্ণুর বিভিন্নাংশ তোমরা নিজ নিজ আসক্তি পরিহার করিয়া কৃষ্ণ-সম্বন্ধে অবহিত হও এবং অনুক্ষণ ভগবৎসেবায় রত থাক।।"২৫।।

বেদের অগম্য নিত্যানন্দের চরিত্র।
সর্বজীব-জনক, রক্ষক, সর্বমিত্র।।২৮।।
ইহার ব্যভার সব কৃষ্ণরসময়।
ইহানে সেবিলে কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি হয়।।২৯।।

শ্রীমন্ নিত্যানন্দের অধোবসন শিরে বন্ধনপূর্বক সযত্নে পূজা করিতে ভক্তগণের প্রতি মহাপ্রভুর আদেশ এবং ভক্তগণের তথা-করণ—

ভক্তি করি' ইহান কৌপীন বান্ধ' শিরে।
মহাযত্নে ইহা পূজা কর গিয়া ঘরে।।''৩০।।

প্রভু-আদেশে ভক্তগণের নিতাইর কৌপীন সাদরে শিরে বন্ধন—

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্বভক্তগণ।
পরম আদরে শিরে করিলা বন্ধন।।৩১।।

নিত্যানন্দ-পাদোদক-মহিমা জ্ঞাপনপূর্বক ভক্তগণকে নিতাইর পাদোদক-পান করিতে মহাপ্রভুর আদেশ এবং ভক্তগণের তদ্রূপকরণ—

প্রভু বলে,—''শুনহ সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ-পাদোদক করহ গ্রহণ।।৩২।।

মহাপ্রভু বলিলেন,—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি বলিয়া জানিবে। তিনি কৃষ্ণের সেবকগণের সর্বপ্রধান। কেবলমাত্র তাঁহার অনুগ্রহেই বিষ্ণুভক্তি লভ্য হয়। তিনি সন্ধিনীশক্ত্যধিষ্ঠিত বিষ্ণু-বিগ্রহ। স্বয়ং বিষ্ণু হইয়াও পরতম বিষ্ণু-তত্ত্বের সেবক। তাঁহার অনুগ্রহেই জীবের হরিভজন-প্রবৃত্তির উন্মেষ লাভ ঘটে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবার্ষভানবীর অনুজারূপে মধুর রতির পোষণ করেন। এ জন্য শ্রীঠাকুর নরোত্তম বলেন,—''হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।।'' জগদ্গুরুবাদে শ্রীনিত্যানন্দই গুরু-তত্ত্বের আকর। মহান্তজগদ্গুরুবাদে শ্রীমহান্ত গুরুদেব শ্রীচৈতন্য-প্রকাশস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দের অবতার বলিয়াই (মর্যাদা-পথে) কথিত হন। শ্রীমহান্ত-গুরুদেব কৃষ্ণের প্রেষ্ঠতত্ত্ব বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দের সহিত অভিন্ন শ্রীচৈতন্য-প্রকাশ এবং তিনি নিত্যানন্দস্বরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শৌক্র-পদ্ধতিতে নিত্যানন্দ-বংশ-পরিচয় ভক্তিপথের কোন পথিকই স্বীকার করেন না। অভক্ত বিষ্ণুসেবা-বিরোধী স্মার্তমণ্ডলী ঐরূপ শৌক্রবংশে ভগবৎকৃপার যে আরোপ করেন, তাহা ভক্তিবিচারের পরিপন্থী। আম্নায়-পারম্পর্যে নিত্যানন্দবংশ শৌক্রপারম্পর্যে নহে বলিয়া বিভিন্ন-গ্রামী-পরিচয়ে শ্রীবীরভদ্র প্রভুর শিষ্য-পারম্পর্যে শ্রীনিত্যানন্দ-শৌক্রবংশধারা উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর শেষার্ধে বেনিয়াটোলার (কলিকাতা) জনৈক ব্যক্তি 'নিত্যানন্দবংশ-বিস্তার'-নামক যে পুস্তকটী রচনা করিয়াছেন, তাহা আধুনিক ও ইতিহাস-বিরুদ্ধ-মাত্র।।২৬।।

কৃষ্ণের দ্বিতীয়প্রকাশ বলদেব-প্রভুই—শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ নিত্যানন্দ, সুতরাং দ্বিতীয়। কৃষ্ণ—অদ্বিতীয়, নিত্যানন্দ—দ্বিতীয়। নিত্যানন্দ ব্যতীত অদ্বিতীয় কৃষ্ণের তত্ত্ব-বিচারে অন্য বস্তু নাই। তিনি গৌরাঙ্গের সঙ্গী, গৌরাঙ্গের সখা, গৌরাঙ্গের শয়ন-ভ্রমণাধার, গৌরাঙ্গের অলঙ্কার, গৌরাঙ্গের আত্মীয় ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা।।২৭।।

নিত্যানন্দ-চরিত্র বেদপাঠী তত্ত্ববিদ্গণেরও দুর্গম বস্তু। এই নিত্যানন্দ হইতে মূল মহাবৈকুণ্ঠে বাসুদেবের যে সঙ্কর্ষণ রূপ পাঞ্চরাত্রগণ বিচার করেন, তাহা নিত্যানন্দের আংশিক পরিচয় নহে। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু। তাঁহা হইতেই কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—ইঁহারা অর্ণবত্রয়ে ভাসিয়া থাকেন। ব্যষ্টিবিষ্ণু, সমষ্টি-বিষ্ণু ও কারণ-বিষ্ণু—অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন ও সঙ্কর্ষণরূপে মহাবৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠ ও জগতের কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত। সন্ধিনীশক্ত্যধিষ্ঠিত বিষ্ণু-বিগ্রহ হইতেই কারণোদকশায়ী বিষ্ণু এবং তাঁহা হইতে নৈমিত্তিক অবতারাবলী ও তটস্থশক্তি পরিণামে পরিচিত জীবতত্ত্বের উদয় বলিয়া তিনি সর্ব-জীব-জনক। তিনি সকল জীবের পালক বলিয়া 'রক্ষক' ও সকলেরই একমাত্র আশ্রয় বলিয়া 'বন্ধু'। নিত্যানন্দ-প্রভু—ঈশ্বর। জীবগণ—তাঁহার ভেদাংশ, তটস্থ শক্তিপরিণত সেবক। ''চিচ্ছক্তিবিলাস এক—'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম। শুদ্ধ সত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম।। যড় বিধৈশ্বর্য তাঁহা সকল চিন্ময়। সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব,—জানিহ নিশ্চয়।। 'জীব' নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়। মহাসঙ্কর্ষণ—সর্ব জীবের আশ্রয়।।'' (—চৈঃ চঃ আঃ ৫।৪৩-৪৫)।।২৮।।

কৃষ্ণের রস-সেবা সমাধানে নিত্যানন্দের যাবতীয় উদ্যম থাকায় কৃষ্ণপ্রেমভক্তি পিপাসু জনগণ ইঁহার সেবা করিলেই তাঁহাদের সেবা-বৃত্তির সর্বতোভাবে উন্মেষ হইবে। ''জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ। যাঁহা হইতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ'' (—চৈঃ চঃ আ ৫।২০৪)।।২৯।।

করিলেই মাত্র এই পাদোদক পান।
কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয়, ইথে নাহি আন।।''৩৩।।
আজ্ঞা পাই' সবে নিত্যানন্দের চরণ।
পাখালিয়া পাদোদক করয়ে গ্রহণ।।৩৪।।
পাঁচবার দশবার একজনে খায়।
বাহ্য নাহি, নিত্যানন্দ হাসয়ে সদায়।।৩৫।।

স্বয়ং মহাপ্রভুর সকৌতুকে নিত্যানন্দ-পাদোদক বিতরণ এবং তৎপানে বৈষ্ণবগণের বিবিধ আলাপ ও প্রেমমত্তভাব—

আপনে বসিয়া মহাপ্রভু গৌর-রায়।
নিত্যানন্দ-পাদোদক কৌতুকে লোটায়।।৩৬।।
সবে নিত্যানন্দ-পাদোদক করি' পান।
মত্তপ্রায় 'হরি' বলি' করয়ে আহ্বান।।৩৭।।
কেহ বলে,—''আজি ধন্য হইল জীবন।''
কেহ বলে,—''আজি সব খণ্ডিল বন্ধন।।''৩৮।।
কেহ বলে,—''আজি হইলাম কৃষ্ণদাস।''
কেহ বলে,—''আজি ধন্য দিবস-প্রকাশ।।''৩৯।।
কেহ বলে,—''পাদোদক বড় স্বাদু লাগে।
এখনো মুখের মিষ্টতা নাহি ভাঙ্গে।।''৪০।।
কি সে নিত্যানন্দ-পাদোদকের প্রভাব।
পানমাত্র সবে হৈলা চঞ্চল-স্বভাব।।৪১।।
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ গড়ি' যায়।
হুঙ্কার গর্জন কেহ করয়ে সদায়।।৪২।।
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের কীর্তন।
বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে ভক্তগণ।।৪৩।।
ক্ষণেকে শ্রীগৌরচন্দ্র করিয়া হুঙ্কার।
উঠিয়া লাগিলা নৃত্য করিতে অপার।।৪৪।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপ উঠিল ততক্ষণ।
নৃত্য করে দুই প্রভু বেড়ি' ভক্তগণ।।৪৫।।
কার গায়ে কেবা পড়ে, কেবা কারে ধরে।
কেবা কার চরণের ধূলি লয় শিরে।।৪৬।।
কেবা কার গলা ধরি' করয়ে রোদন।
কেবা কোন্ রূপ করে,—না যায় বর্ণন।।৪৭।।
প্রভু করিয়াও কারো কিছু ভয় নাঞি।
প্রভু-ভৃত্য-সকলে নাচয়ে এক ঠাঞি।।৪৮।।
নিত্যানন্দ-চৈতন্যে করিয়া কোলাকুলি।
আনন্দে নাচেন দুই প্রভু কুতূহলী।।৪৯।।

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ নিত্যানন্দের লজ্জা-বসনের চীরগুলি মস্তকে বাঁধিলেন ও প্রভুর আজ্ঞায় পরম যত্নে তাহা নিজ-গৃহে লইয়া গিয়া প্রত্যহ পূজাসহকারে সমাদর করিতে লাগিলেন। ভগবানের বা ভক্তের নাভির নিম্নপ্রদেশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংশ্লিষ্ট বস্তুগুলিতে নিজ অধমাঙ্গের সহ সমান বুদ্ধি করা ভক্তিশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। পূজ্যগণের পদধূলি, অধোবাস প্রভৃতি ভক্তি-পিপাসু জনগণের ভজনবল। তাহাতে সমজ্ঞান বা ঘৃণা আরোপিত হইলে ভক্তিপথের প্রথম সোপান 'শ্রদ্ধা'র ব্যাঘাত হয়। ''ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল। ভক্ত-ভুক্ত শেষ,----এই তিন সাধনের বল।।'' (চৈঃ চঃ অ ১৬।৬০)।। ''ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা''----এই বিচারে অবস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বিষ্ণুভক্তি-লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। নিজ মল-মূত্র ও নিজাপেক্ষা নিম্নবিচারবিশিষ্ট জনগণের মল-মূত্রের সহিত পূজ্য-জনের মল-মূত্রকে সমধারায় বিচার করা কর্তব্য নহে। তাদৃশ বিচার উপস্থিত হইলে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার ব্যাঘাত হয়। তাই বলিয়া যাহা হরি-গুরু-বৈষ্ণব নহে, তাহাকে হরি-গুর-বৈষ্ণব জ্ঞান করিলে শ্রদ্ধাবানের পরিবর্তে অশ্রদ্দধান হইয়া শ্রদ্ধেয় জনগণের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। উহাই সেবা-বিমুখতা বা অভক্তি।।৩১।।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞানুসারে শ্রীনিত্যানন্দের পদপ্রক্ষালিত জল গ্রহণ করিয়া কেহ বলিলেন,----''নিত্যানন্দের পাদোদক বড়ই সুস্বাদু; পাদোদক-পানে সুস্বাদজনিত মিষ্টতা ভগ্ন হয় না। পাদোদক পান করিলে পানের পরেও মুখে মিষ্টতা নিরন্তর চলিতে থাকে।'' সাধারণ মূঢ়জন শ্রীনিত্যানন্দ-পাদোদককে সাধারণ জলবুদ্ধি করায় পার্থিব আশা-পাশ-রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ থাকে। কিন্তু পাদোদকের এমনি স্বভাব যে, পাননিরত ভক্ত আপনার আত্মস্বরূপ-বোধে পারঙ্গত হইয়া স্বীয় নিত্য ভগবদ্দাস্য বুঝিতে পারেন। আবার কেহ কেহ বলিলেন,----'সকল অমঙ্গল কাটিয়া গিয়া অদ্যই স্বরূপ উপলব্ধির সুপ্রভাত উদিত হইল।' যাহাদের শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মকে অন্য জীবের অধমাঙ্গ-তুল্যজ্ঞানে রুচির অভাব দেখা যায়, তাহাদের কৃষ্ণভক্তির অভাব আছে,

পৃথিবী কম্পিতা নিত্যানন্দ-পদ-তালে।
দেখিয়া আনন্দে সর্বগণে 'হরি' বলে।।৫০।।

নৃত্যাবসানে ভক্তগণসহ মহাপ্রভুর উপবেশন ও আস্ফালনের সহিত সকলের নিকট নিত্যানন্দ-মহিমা প্রকাশ—

প্রেমরসে মত্ত দুই বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
নাচেন লইয়া সব প্রেম-অনুচর।।৫১।।
এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব', 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ।।৫২।।
এই মত সর্বদিন প্রভু নৃত্য করি'।
বসিলেন সর্ব-গণ-সঙ্গে গৌরহরি।।৫৩।।
হাতে তিন তালি দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
সবারে কহেন অতি অমায়া-উত্তর।।৫৪।।
প্রভু বলে,—"এই নিত্যানন্দস্বরূপেরে।
যে করয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা, সে করে আমারে।।৫৫।।
ইহান চরণ—শিব-ব্রহ্মার বন্দিত।
অতএব ইহানে করিহ সবে প্রীত।।৫৬।।
তিলার্ধেক ইহানে যাহার দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে।।৫৭।।
ইহান বাতাস লাগিবেক যার গায়।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িবে সর্বথায়।।"৫৮।।

মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণে ভক্তগণের জয়ধ্বনি—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব ভক্তগণ।
মহা জয়-জয়-ধ্বনি করিলা তখন।।৫৯।।

নিত্যানন্দের অলৌকিক চরিত্র শ্রবণকারীর ফল—

ভক্তি করি' যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
তার স্বামী হয় গৌরচন্দ্র ভগবান্।।৬০।।

চৈতন্যপ্রিয় মহাভাগ্যবন্ত প্রত্যক্ষদর্শী জনগণেরই নিত্যানন্দ-প্রভাব-বোধে সামর্থ্য—

নিত্যানন্দস্বরূপের এ সকল কথা।
যে দেখিল, সে তাঁহারে জানয়ে সর্বথা।।৬১।।
এই মত কত নিত্যানন্দের প্রভাব।
জানে যত চৈতন্যের প্রিয় মহাভাগবত।।৬২।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।৬৩।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ মহিমাবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।।

জানিতে হইবে। প্রভু-পাদোদক-পানকারী জনের মত্ততা উপস্থিত হইয়া নিরন্তর মুখে ভগবান্‌কে ডাকিবার প্রয়াস আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহারা জড়রসে প্রমত্ত হইয়া আপনাদিগকে 'গুরু'-জ্ঞানে নিত্যানন্দ মনে করে, সেই সকল নারকিগণের জড়ানুভূতি অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মতা বৃদ্ধি করে।।৩৯-৪০।।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগৌরসুন্দর----অভিন্ন-কলেবর। শ্রীনিত্যানন্দের চরণসেবার দ্বারাই শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাফললাভ ঘটে। শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্ম----ব্রহ্মা ও শিবাদি-গুণাবতারের আরাধ্য বস্তু। যাহারা এই পরমারাধ্য বস্তুর প্রতি বীতরাগ হইয়া অল্প সময়ের জন্যও বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করে এবং বহিরঙ্গা শক্তি মায়াকে সেবা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে, তাহারা কখনই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতিভাজন হইতে পারে না।।৫৫-৫৭।।

বায়ু-দ্বারা সূক্ষ্মগন্ধ সঞ্চারিত হয়। শ্রীনিত্যানন্দের গন্ধ-সংস্পর্শও এরূপ কৃষ্ণভক্তির দৃঢ়তা সাধন করে যে, ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণ তাহাকে কোনমতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না।।

যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর লোকাতীত চরিত্রের কথা শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করেন, তাঁহারা কোনদিনই শ্রীচৈতন্যদাস্য হইতে কোন প্রকারে বৈমুখ্য সংগ্রহ করিতে পারেন না। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর সেবোন্মুখ জন্যই সর্বতোভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের দাস্য করিতে সমর্থ হন। 'স্বামী'-শব্দ পাইয়াই গৌরনাগরী-সম্প্রদায় যেন মনে না করেন যে, কাঞ্চনলতা প্রভৃতি কাল্পনিক নদীয়ানাগরীগণের ন্যায় তাঁহারাও জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অভিন্ন কলেবর গৌরসুন্দরকে ব্যভিচার-রঙ্গে নামাইয়া লইয়া প্রাকৃত বিচারের তাণ্ডব নৃত্য দেখাইতে পারিবেন।।৬০।।

শ্রীচৈতন্যের পরমপ্রিয় মহাভাগ্যবন্ত জনগণই শ্রীনিত্যানন্দের প্রভাব জ্ঞাত হইতে সমর্থ।।৬২।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।